মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোংলা বন্দর সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (ফেব্রুয়ারি-২০১৯)।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
১.	যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখতে হবে।	বগুড়া, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে	২৭-০৪-২০১৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। বর্তমান সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবং ৯৭.১৬ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো হ্যান্ডেল করা হয় এবং ২৬৬.৪২ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।	ড্রেজিং এর জন্য ০৩টি প্রকল্প চলমান। এর মধ্যে ০১টি প্রকল্পের ৬৬% ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর ০২টি প্রকল্পের ড্রেজিং এর জন্য ডাইক, নির্মাণ ও সার্ভে কাজ চলমান।	
২.	(ক) পদ্মা সেতুর সাথে মোংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপন। (খ) মোংলা বন্দরের কার্যকর ব্যবহার। (গ) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্র / প্রকল্প সারপত্র তৈরী করে অবিলম্বে পেশ করবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক/ উপ- আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিটির সভা।	২৬-০৮-২০০৯	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।	**<u>পদ্মা সেতুর সাথে মোংলা বন্দরের যোগাযোগ স্থাপনঃ</u>** • পদ্মা সেতু নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের সাথে ঢাকার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এতে ঢাকার সাথে মোংলার দুরত্ব দাড়াবে মাত্র ১৯০ কিঃমিঃ। • পদ্মা সেতু হয়ে রেলপথ মোংলা বন্দর পর্যন্ত নির্মিত হলে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা আরও সুলভ ও সহজ হবে। **<u>মোংলা বন্দরের কার্যকরী ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা:</u>** • মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। গত ২০০৯ সাল হতে ক্রমাগত জাহাজের সংখ্যা, কার্গোর পরিমান ও রাজস্ব আয় প্রতি বছর প্রায় ২৫%-৩০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। • মোংলা বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে ১৩টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৩০টির অধিক উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন এবং ০৪টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। **<u>দেশের দক্ষিণ পশ্চিমা অঞ্চলের জন্য একটি ধারণা পত্র তৈরী-</u>** মোংলা বন্দর হতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্রগত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে সূত্র নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। উক্ত ধারণাপত্রে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশপাশি ফ্লাইওভার, টার্মিনাল, ইন্ডাস্ট্রি, ডাইভারশনরোড, ট্যুরিজমসিটি, ট্যুরিজম, ইকোপার্ক, আধুনিকবিল্ডিং, টাওয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।		

ক্রমিক	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার	মন্তব্য
৩.	মোংলা উপজেলার পশুর নদী ড্রেজিং করা।	খুলনা জেলা সফরকালে খুলনা জেলা সম্মেলন কক্ষে।	০৫/০৩/২০১১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	**<u>পশুর নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং কার্যক্রমঃ</u>** • মোংলা বন্দর চ্যানেলে ২০০৯ সাল হতে ৩৯.২৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। • আউটার বার ও জয়মনিরগোল এলাকায় এবং মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। • নিজ অর্থায়নে জেটি সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার এবং হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে।	ড্রেজিং এর জন্য ০৩টি প্রকল্প চলমান। এর মধ্যে ০১টি প্রকল্পের ৬৬% ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	
৪.	প্রতিবছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং করতে হবে।	একনেক সভায়	০৭-১১-২০১৭	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	• মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। • নভেম্বর-২০১৩ হতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৯.২৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। • হিরণ পয়েন্টের নীলকমলখালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। • জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। • ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। • "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি অধীনেপ্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২১.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। • পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মাটি ফেলার জন্য ডাইক নির্মান ও সার্ভে কাজ চলমান। • জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য সার্ভে কাজ চলছে। • মোংলা বন্দরের চ্যানেলের ৮.৫ মিটার সিডি সভীরতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। • ভবিষ্যতে পুরো চ্যানেলটিতে ১০মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। • সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।	ড্রেজিং এর জন্য ০৩টি প্রকল্প চলমান। এর মধ্যে ০১টি প্রকল্পের ৬৬% ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অপর ০২টি প্রকল্পের ড্রেজিং এর জন্য ডাইক, নির্মাণ ও সার্ভে কাজ চলমান।	

২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-২০১৯ সালের মধ্যে
মোট প্রকল্পের সংখ্যা- ৩৪টি (৪টি কর্মসূচীসহ)
বাস্তবায়িত- ১৩টি
বাস্তবায়নাধীন- ১১টি
অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন-৬টি
ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে- ৪টি

স্বাক্ষরিত/ ০৪-০৩-১৯
পরিচালক (প্রশাসন)